৩৩তম সংখ্যা | এপ্রিল-জুন | ২০১৯

ত্রৈমাসিক

আমিক বার্তা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের মুখপত্র

মাদক পুন:নির্ভরশীলতার গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন

তামাক পণ্যের কর বৃদ্ধির জন্য বাজেট পরবর্তী প্রতিক্রিয়া

হেলথ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

বিদ্যালয়ের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন বন্ধে কার্যকর প্রদক্ষেপ গ্রহণ করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়- শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম. পি

২৩ এপ্রিল জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে 'বিগ টোব্যাকো টাইনি টার্গেট বাংলাদেশ প্রতিবেদন উপস্থাপন ও করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম. পি।

তিনি বলেন, বিদ্যালয়ের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন বন্ধে কার্যকর প্রদক্ষেপ গ্রহণ করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের বিগত প্রদক্ষেপসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। শিশু ও যুবকদের লক্ষ্য করে তামাক কোম্পানি যে অবৈধ বাণিজ্য করছে তার উপর ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ বিশ্বব্যাপী একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বাংলাদেশের অবস্থা পর্যালোচনা করতে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর সহযোগীতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন "বিগ টোব্যাকো টাইনি টার্গেট ইন বাংলাদেশ" শিরোনামে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। জরিপের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৯০.৫% স্কুল ও খেলার মাঠের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির দোকান পাওয়া যায়; ৮১.৮৭% দোকানে তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন হচ্ছে শিশুদের দৃষ্টি সীমানার মধ্যে (১ মিটারের মধ্যে) দেখা যায়। যেখানে ক্যান্ডি, চকোলেট এবং খেলনার পাশে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করতে দেখা যায় ৬৪.১৯% দোকানে এবং ৮২.১৭% দোকানে তামাকের বিজ্ঞাপণ দেখা যায়। জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রোকসানা কাদের, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী মো. খলিলুর রহমান (যুগ্মসচিব), ঢাকা জেলা শিক্ষা অফিসার মো. বেনজীর আহম্মদ, বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতিরসহ সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম তালুকদার এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্সের গ্রান্ডস ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞা। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান। প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান।

দুই মাসব্যাপী তামাক নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পেইন কর্মসূচি

৬ এপ্রিল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দু'মাসব্যাপী তামাক নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পেইন কর্মসূচি শুরু করে। এই কর্মসূচির আওতায় তামাক নিয়ন্ত্রণে আলোচনা সভা, সেমিনার ও

বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন বাংলাভিশন টেলিভিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটর মাসুদ ক

সম্পাদকীয়

শিক্ষার্থীদের তামাকের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে তামাক কোম্পানীগুলো নিয়মিত বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত নতুন কৌশলে তামাক কোম্পানীগুলো তামাকজাত দ্রব্যের প্রচার প্রচারণা ক্রমেই প্রসারিত করছে। আর এ সমস্ত বিজ্ঞাপনগুলো প্রচারের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানী নানা ধরনের কৌশলে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করছে যেমন ঃ সিনেমা, নাটক, ক্যারিয়ার বিষয়ক প্রতিযোগিতা, স্কুল ও বিভিন্ন বিনোদনস্থলের পাশে দোকান, রেস্টুরেন্ট ও সুপারশপে। তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ এর ধারা ৫ অনুযায়ী সকল ধরনের তামাকের বিজ্ঞাপন, প্রচার ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং ধারা ৬ (ক) অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্য ১৮ বছরের কম বয়সী কেউ বিক্রি করতে বা কারোও কাছে বিক্রি করা নিষিদ্ধ। অথচ আইনকে অমান্যে করেই তামাক কোম্পানীগুলোর চলছে অবাধে বিজ্ঞাপন প্রচারণা।

এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জনসচেতনা সৃষ্টি ও আইন বাস্তবায়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিনিয়িত বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সম্প্রতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর সহযোগীতায় "বিগ টোব্যাকো টাইনি টার্গেট ইন বাংলাদেশ" শিরোনামে একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে। এই গবেষণার প্রতিবেদনে দেখা যায় বাংলাদেশে বেশিরভাগ স্কুল ও খেলার মাঠের ১০০ মিটারের মধ্যে সামনে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির দোকান পাওয়া যায়; প্রায় ৯০% দোকানে তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন হচ্ছে শিশুদের দৃষ্টি সীমানার মধ্যে (১ মিটারের মধ্যে) দেখা যায়। এই সব দোকানে ক্যান্ডি, চকোলেট এবং খেলনার পাশে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করতে দেখা যায় এবং বেশিরভাগ দোকানে তামাকের বিজ্ঞাপনও দেখা যায়। এই ধরনের প্রচারণা চলার ফলে প্রতিদিন নতুন তামাক ব্যবহারকারী তৈরি হচ্ছে যা আমাদের ভবিষৎ তরুণ প্রজন্মের জন্য ঝুঁকিপূর্ন ও একই সাথে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণায় প্রমানিত যে সকল নেশার প্রথম ধাপ তামাক ব্যবহারের মধ্যে শুরু হয়। বর্তমানে অনেক শিক্ষার্থী মাদকের নেশার জগতে প্রবেশের ফলশ্রুতিতে স্কুল-কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শুরুর পূর্বেই ঝড়ে পড়ছে। মিশন পরিচালিত এই গবেষণাটির অন্যতম লক্ষ্য ছিলো এই সকল চিত্র নীতিনির্ধারকদের কাছে তুলে ধরা এবং এর মাধ্যমে স্কুলের ও খেলার মাঠের আশে পাশে তামাক কোম্পানীর অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচারণা বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সরকারের কাছে সুপারিশসমূহ তুলে ধরা।

তামাকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ সকল পর্যায়ে একটি কাঠামোবদ্ধভাবে তামাক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনায় সকলকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২ মাসব্যাপী তামাক বিরোধী ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। তামাক নিয়ন্ত্রণে সমাজের সকলের কার্যকর অংশগ্রহণ না হলে ক্রমেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাবে তামাকজনিত ক্ষতির হার। এই সমস্যা দূরীকরণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মতো অন্য সকল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কার্যকর অংশগ্রহণ প্রয়োজন এর মাধ্যেমেই দেশে তামাকজনিত ক্ষতির হারও অনেকাংশে কমে আসবে।

ত্রৈমাসিক
আমিকবার্তা

১০ম বর্ষ
৩৩তম সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০১৯

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মোঃ মোখলেছুর রহমান
মোঃ মনিরুজ্জামান
উম্মে জান্নাত

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

২য় পৃষ্ঠার পর মাসব্যাপী তামাক নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পেইন কর্মসূচি

সংহতি কর্মসূচিসহ বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ৬ এপ্রিল পাবলিক প্লেসে গ্যাটস (গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে) এর তথ্য পর্যালোচনা ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা তামাক কোম্পানীর থেকে সরকারের ১৩% শেয়ার প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

এ সভায় মূল বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান।

তামাকের উপর কর বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক সেমিনার

সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস

২০ এপ্রিল, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রশিক্ষণ কক্ষে "তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা তামাকজাত পণ্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপে জনজীবন বাঁচবে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে বলে মন্তব্য করেন। সভায় উপস্থিত বক্তরা ২০১৯-২০ অর্থবছরের তামাকের উপরের কর কাঠামোর প্রস্তাবনায় বিভিন্ন সুপারিশ করেন। সভাটিতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এ সভায় মূল বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান।

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে করণীয়

৪ মে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রশিক্ষণ কক্ষে "ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে করণীয় "শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তরা বলেন, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য শরীরের জন্য সরাসরি একশতভাগ ক্ষতিকর। তামাকের ক্ষতি হ্রাস করতে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এ সভায় পাওয়ার পয়েন্ট

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন...

৩য় পৃষ্ঠার পর: ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের....

সভায় বক্তব্য প্রদান করেন ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ক্যান্সার রিসার্চ এন্ড হসপিটালের সহযোগী অধ্যাপক ডা: হাবিবুল্লাহ তালুকদার

প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান ও তামাক বিরোধী নারী জোটের সমন্বয়কারী সাঈদা আক্তার।

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তামাক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা

১১ মে, ঢাকার শ্যামলীতে অবস্থিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সভা কক্ষে "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তামাক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা বলেন, এসডিজি অর্জনে তামাক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা জরুরি: শিশুদের রক্ষা করতে আইনের সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন: প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালে তামাকমুক্ত করতে এসডিজির ২০৩০ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে। অনুষ্ঠানটির আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পরিচালক কর্মসূচি (ভারপ্রাপ্ত) জি এফ হামীম। উল্লেখ্য, এসডিজি'র যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ১৬৯টি প্রতিশ্রুতিপূরণের কথা বলা হয়েছে তার সবগুলোই তামাকের দ্বারা ব্যাহত হচ্ছে।

তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর বৃদ্ধির দাবীতে চিকিৎসকদের সংহতি প্রকাশ

২৭ এপ্রিল, ঢাকার উত্তরা সেক্টর-৬, ল্যাব এইড হাসপাতালে সামনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারী প্রকল্প ডিএনসিসি পিএ-৫ এর উদ্যোগে তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপের দাবির প্রতি চিকিৎসকদের সংহতি প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের চিকিৎসকগণ, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসকগণ ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান। উল্লেখ্য সাতক্ষীরাতে পেপসি প্রকল্পের সহায়তায় একই উদ্দেশ্যে আরও একটি সংহতি প্রকাশ

সংহতি প্রকাশ কর্মসূচিতে চিকিৎসকদের অংশগ্রহণ

প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর আওতাধীন তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের প্রতিটি প্রোগ্রামে দেশের তামাক বিরোধী কার্যক্রম নিয়ে কাজ করছেন এমন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

তামাকের কর বৃদ্ধির জন্য বাজেট পরবর্তী প্রতিক্রিয়া

বাজেট পরবর্তী প্রতিক্রিয়া প্রোগ্রামে বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যাপক ড. সোহেল রেজা চৌধুরী

১৩ জুন ২০১৯ জাতীয় সংসদে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর। ১৫ জুন স্বাস্থ্য সেক্টরের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রতিক্রিয়া জানান। প্রতিক্রিয়ায় স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে আমরা স্বল্পমূল্যের বিড়ি-সিগারেটসহ সকল তামাক পণ্যের উপর উচ্চহারে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। বিড়ি-সিগারেটসহ সকল তামাকপণ্যের মূল্যস্তর বাতিলের প্রস্তাব করছি। বাজেটে তামাক কোম্পানিকে ইনপুট ক্রেডিট সুবিধা দেয়ায় কোম্পানিগুলো বছরে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা কর রেহাত করার সুযোগ পাবে। এই সুবিধা রহিত করার দাবি জানাচ্ছি আমরা এবং অবিলম্বে তামাক কর নীতি প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছি। এ সময় আলোচক হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দ্যা ইউনিয়নের টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট মাহবুবুল আলম তাহিন, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের রোগতত্ত্ব এন্ড গবেষণা-এর প্রধান অধ্যাপক ড. সোহেল রেজা চৌধুরী, তামাক বিরোধী নারী জোটের কো-অর্ডিনেটর সৈয়দা সাঈদা আক্তার ও যমুনা নিউজের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট সুশান্ত সিনহা। এছাড়ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম নগরীর হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলো হবে শতভাগ তামাকমুক্ত-অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশার, চট্টগ্রাম

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার শংকর রঞ্জন সাহা

৪ এপ্রিল, চট্টগ্রাম নগরীর বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে হোটেল-রেস্টুরেন্টে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইনের উপর এক ওরিয়েন্টশন সভায় এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বক্তারা। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইপসা ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ আয়োজনে ওরিয়েন্টশন সভার প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) শংকর রঞ্জন সাহা। তিনি বলেন, 'হোটেল-রেস্টুরেন্টকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে একটি সুনির্দিষ্ট কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে বেসামরিক পর্যটন মন্ত্রণালয়। চট্টগ্রামের সকল হোটেল- রেস্তোরাকে এই গাইডলাইন অনুসরণ করতে হবে তাহলে নগরীর হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলো হবে শতভাগ তামাকমুক্ত।' সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মাশহুদুল কবির। সভায় আরো উপস্থিত পাওয়ার পয়েন্টে 'হসপিটালিটি সেক্টরে তামাক নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র বিষয়ক' তথ্য চিত্র উপস্থাপন করেন ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান। সভার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ইপসার তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের টিম লিডার নাছিম বানু।

তামাক কোম্পানীর অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধে ভ্রাম্যমান আদালত

ভ্রাম্যমান আদালতে বিজ্ঞাপন ধ্বংসের চিত্র

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের সকল ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার-প্রচারনা নিষিদ্ধ। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল- ৫ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মীর নাহিদ আহসান এর নেতৃত্বে এবং ১ এপিবিএন উত্তরা পুলিশ এর সহায়তায় ১০ এপ্রিল আগারগাঁও শের-ই বাংলা নগর, শ্যামলী,রায়ের বাজার এলাকায় এবং ২৬ জুন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এর সহায়তায় শের-ই-বাংলা, আগারগাঁ ও ফার্মগেট এলাকায় বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। উক্ত ভ্রাম্যমান আদালতে ঢাকা টোব্যাকো কোম্পানীর মালবোরো ব্র্যান্ডের তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য শ্যামলী সিনেমা হল মার্কেটের হাক্কনী তেজারত ষ্টোর ও রহিমা চা- স্টোর দুটি দোকান থেকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় ও বিজ্ঞাপন সম্বলিত শোকেস বক্সটি ধ্বংস করেন, রায়ের বাজার জাফরাবাদ ও বৈশাখী খেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকায় ছোট-বড় ২০টি, টং দোকানের বিজ্ঞাপন ধ্বংসসহ ও ১০টি বিজ্ঞাপনের বক্স বা পয়েন্ট অব সেল ভেঙ্গে ফেলেন। ২৬ জুন ভ্রাম্যমান আদালতে শের-ই-বাংলা নগর সড়ক, আগারগাঁও ও ফার্মগেট এলাকার ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো এর ব্যান্ডসন এ্যান্ড হেডজেস নামক ব্যান্ডের তামাকজাত দ্রব্যের খালি মোড়ক দিয়ে তৈরি প্রায় ৪০টি বক্সের বিজ্ঞাপন ধংস করা হয়। অপর দিকে ফার্মগেট এলাকার ২টি রেস্টুরেন্টে বাসি খাদ্য, অপরিষ্কার এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকায় উভয় মিলিয়ে কস্তুরী ছায়ানীড় রেস্টুরেন্ট এন্ড চাইনিজকে ৫০ হাজার টাকা এবং কাসুন্দী রেস্তোরাঁ লিঃ কে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। উল্লেখ্য ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ফোন করুন:

গাজীপুর (পুরুষ কেন্দ্র):
০১৭৭২৯১৬১০২, ০১৭১৫৪০৭৮৪৩

যশোর (পুরুষ কেন্দ্র):
০১৭৮১৩৫৫৭৫৫৫,০১৭৫৭০২৩৭৩৩

ঢাকা (নারী কেন্দ্র):
০১৭৭৭৭৫৩১৪৩, ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন: ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে সভা

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন-ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রি জেনারেল মো. মোমিনুর রহমান মামুন

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রি. জেনারেল মো. মোমিনুর রহমান মামুন বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে উত্তর সিটি কর্পোরেশনে বাজেট বরাদ্দ ও মোবাইল কোর্ট নিয়মিত করা হবে। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৩০ মে, গুলশান-২ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সভাকক্ষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে এক আলোচনা সভায় তিনি এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। ঢাকা শহরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সভায় মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান। সভাটি আয়োজনে সহযোগিতায় ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্। সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সচিব, বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তাবৃন্দ, স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ অংশ নেয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের আওতায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চিকিৎসা সেবা

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন একজন স্বাস্থ্যকর্মী

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বাস্থ্য সেবায় স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আইএইচআরআর প্রকল্প বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এপ্রিল-জুন সময়ের ৪টি চারটি স্ট্যাটিক এবং ৬টি পপ-আপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৫০,৬১৪ রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে, ৬৬৭ জন অসুস্থ রোগীর ১২৮৮ টি প্যাথলজি পরীক্ষা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক সেশন

ক্যাম্প-১৪ ও ক্যাম্প-১৯ এর ফিজিশিয়ান সাধারণ স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে বিদ্যালয়ে ১২টি সেশনে প্রায় ২৮০ শিক্ষার্থীকে সচেতনতামূলক সেশন প্রদান করেন। এছাড়া ১৭ টি সেশনে মোট ১৫৬ জন অসুস্থ গর্ভবতী মহিলাদের বাড়িতে গিয়ে গর্ভকালীন এবং প্রসব পরবর্তী মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে গ্রুপ কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে।

ফাস্ট এইড ও ডিআরআর প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক চিকিৎসা, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন করতে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতা মাঝিদেরকে ৩ ব্যাচে মোট ৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রেডক্রসের প্রশিক্ষকগণ উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

ক্যাম্প কোঅর্ডিনেশন মিটিং

ক্যাম্প পর্যায়ে সেবার মান উন্নতকরণ, রেফারেল কৌশল, ফিডব্যাক কৌশল এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনসহ বিভিন্ন বিষয়ে ক্যাম্প ১০টি ক্যাম্প সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্যকর্মীগণ রোহিঙ্গা কমিউনিটিতে তাদের বাড়িতে গিয়ে ৫০৬০ জন দম্পতিকে যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে কাউন্সেলিং এবং ৩২৬৫ জন রোহিঙ্গা জনগণকে সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেছেন।

পেপসেপ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর কর্তৃক পরিচালিত "হেলথ এন্ড নিউট্রেশন ভাউচার স্কিম ফর পুওর, এক্সট্রিম পুওর এন্ড সোস্যালি এক্সক্লুডেড পিপ্‌ল (পেপসেপ)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার সাভার পৌরসভা এবং সাতক্ষীরা জেলা সদর পৌরসভা এলাকায় এপ্রিল থেকে জুন ২০১৯ সময়ে আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর: পেপসেপ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম...

সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ কৌশলপত্রের উন্নয়ন

হেলথ এন্ড নিউট্রেশন ভাউচার স্কিম কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া ও এই কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের তথ্য-প্রচারণা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রচারণা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি ব্যবহারিক নির্দেশনা প্রদান করার লক্ষ্যে কৌশলপত্রের উন্নয়নে কাজ করা হয়।

মাঠ জরিপ কার্যক্রম

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা জ্ঞান ও সেবা প্যাকেজ সম্পর্কে ধারণা, প্রচলিত উপকরণ সম্পর্কে মতামত, স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের সেবা ও সেবা কেন্দ্র সম্পর্কে উপকারভোগীদের মতামত বিষয়ে ৬০টি প্রশ্নপত্র জরিপ ও ৬টি এফজিডি করা হয়।

পৌরসভা পর্যায়ে কর্মশালা

৬ ও ১১ এপ্রিল মিনিসিপালিটি লেভেল ওয়ার্কশপ অন বিসিসি স্ট্যাটেজি এন্ড অডিও ভিজুয়্যাল মেটারিয়াল ডেভেলপমেন্ট শিরোনামে দুটি কর্মশালা সাভার এবং সাতক্ষীরা পৌরসভা এলাকায় প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের প্রতিনিধি, পৌরসভা, সিভিল সার্জন, পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের প্রতিনিধি, স্থানীয় জন প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়।

সাতক্ষীরাতে কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন পেপসেপ প্রকল্পের ব্যবস্থাপক মো. মনিরুজ্জামান

আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ কৌশলপত্র প্রণয়নে জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা

কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন- ডাম স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালক ইকবাল মাসুদ

৬ মে ধানমন্ডির টাইম স্কয়ারে আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ কৌশলপত্র প্রনয়নে সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা, আর্ন্তজাতিক সংস্থা ও এই বিষয়ে গবেষণারত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিনিধি ও যোগযোগ বিশেষজ্ঞগণের অংশগ্রহণে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ উপকরণ: ম্যাসেজ ও কনটেন্ট উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা ১৯ হতে ২৩ মে, আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ উপকরণ- ম্যাসেজ ও কনটেন্ট উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয় লালমাটিয়ায় আপন উদ্যোগ ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে। উক্ত কর্মশালায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, যোগযোগ উন্নয়ন গবেষণায় কর্মরত প্রতিনিধিসহ এই প্রকল্প ও প্রকল্পের তালিকাভুক্ত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

ইউপিএইচসিএসডিপি প্রকল্প, কুমিল্লা ও উত্তরায় ভিটামিন এ ক্যাম্পেইন কর্মসূচি

সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় রেখে ২২ জুন সারা দেশের মত সকাল ০৮টা থেকে বিকাল ০৪ টা পর্যন্ত ডাম পরিচালিত ইউপিএইচসিএসডিপি প্রকল্প উত্তরায় ডিএনসিসি, পিএ- ৫ এবং কুমিল্লা সিওসিসি, পিএ-১ এ ভিটামিন 'এ' ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার উত্তরায় ডিএনসিসি অঞ্চল -১, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সেলিম ফকির ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর মাধ্যমে দিবসটি উদ্বোধন করেন। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৫৫,৬৪৪ শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে। কুমিল্লায় সিওসিসি, পিএ-১ এ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ২৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৬ টি ওয়ার্ডের ৭৮টি পয়েন্টে এ ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সের শিশুদের কে ভিটামিন এ খাওয়ানোর কার্যকক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় ৬-১১ মাস বয়সী ২৯০২ জন শিশুকে নীল রংয়ের ভিটামিন এ ক্যাপসুল ১২-৫৯ মাস বয়সী ১৯০০৭ জন শিশুকে লাল রংয়ের ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

উত্তরায় শিশুদের ভিটামিন এ খাওয়ানো কার্যক্রম

কারাবন্দীদের পুনর্বাসনের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ চলমান

কারাবন্দীদের পুনর্বাসনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর দ্বারা পরিচালিত ইমপ্রুভমেন্ট অব দ্যা রিয়্যাল সিচুয়েশন অব ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের মাধ্যমে কারাগারে বন্দীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কারাভ্যন্তরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২১ এপ্রিল কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ২৭ জন কারাবন্দীদের জন্য কারাভ্যন্তরে আসবাবপত্র তৈরি (পারটেক্স এন্ড প্লাইউড) বিষয়ে এবং প্রশিক্ষণ এবং ২৫ তারিখে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে ২৮ জন মহিলা কারাবন্দীদের নিয়ে ফুড মেকিং- ফাষ্ট ফুড এবং বেকারী বিষয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণগুলো ২৫ কর্ম দিবসে সমাপ্ত করা হবে এবং প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরবর্তী সফলভাবে সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদপত্র প্রদান করা হবে।

কারাভ্যন্তরে পিয়ার ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মাদকাসক্তি চিকিৎসা কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ এ ১৩ ও ১৪ মে এবং কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ ২৬ ও ২৭ মে' তারিখে কারাভ্যন্তরে মাদক চিকিৎসা কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য পিয়ার স্বেচ্ছাসেবকদের (কয়েদি কারাবন্দী) দুই দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় উক্ত প্রশিক্ষণ দুটিতে মোট ৪০ জন পিয়ার স্বেচ্ছাসেবক (কয়েদি কারাবন্দী) হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যত করণীয় শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জিআইজেড বাংলাদেশের কারিগরি সহযোগিতা ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর কর্তৃক বাস্তবায়িত ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্যা রিয়েল সিচুয়েশন ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি) প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যত করণীয় শীর্ষক ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২১ ও ২২ মে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারি পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান এবং সমাপনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্ণেল মো. আবরার হোসেন। সমাপণী বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন বর্তমান সরকার কারা আইন পরিবর্তন করে কারাগারকে একটি সংশোধনাগারে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই কারাগার একটি সংশোধনাগারে পরিণত হবে। এছাড়া উক্ত কর্মশালার সমাপণী দিনে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, জিআইজেড বাংলাদেশ এর রুল অফ ল প্রোগ্রামের অপারেশন ডিরেক্টর তাহেরা ইয়াসমিন,

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন-অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্ণেল মোঃ আবরার হোসেন

মো. আমিরুল ইসলাম, সহকারী কারা মহাপরিদর্শক-প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া, জিআইজেড এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আইআরএসওপি প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত রিজওনাল কনসালটেশন মিটিং এ ডাম স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালকের অংশগ্রহণ

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক সংগঠন ইউনাইটেড নেশনস অফিস ড্রাগ এন্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি) আয়োজিত ২৪ এপ্রিল ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত "রিজওনাল কনসালটেশন অন ডেভেলমেন্ট অফ এ কমপ্রিহেনসিভ এ্যাপ্রোচ টু দ্য এ্যাড্রেস দ্য ড্রাগস প্রবলেম ইন সাইথ এশিয়া" শীর্ষক মিটিং এ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ অংশগ্রহণ করেন। এই প্রোগ্রামে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

রিজওনাল কনসালটেশন মিটিং এর অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে ডাম স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালক ইকবাল মাসুদ

ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত রিজিওনাল পাইলট ট্রেইনিং এ স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারীদের সাথে ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিধি

ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় ১৭-১৯ জুন হোটেল মারকিউর এ ইউএনওডিসি কর্তৃক আয়োজিত রিজিওনাল পাইলট ট্রেইনিং অন ফ্যামিলি ইউনাইটেড "ইউনিভার্সেল ফ্যামিলি স্কিলস টু প্রিভেন্ট নেগেটিভ সোশ্যাল আউটকাম" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার প্রশিক্ষণার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ও আইআরএসওপি প্রকল্পের সমন্বয়ক মো. আমির হোসেনসহ বাংলাদেশ থেকে মোট ১৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক রিকোভারী কনফারেন্সে ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের গবেষণা রিপোর্ট উপস্থাপন

ঢাকা আহছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের উদ্যোগে সম্প্রতি "ন্যাশনওয়াইড স্টাডি অন রিল্যান্স এন্ড আদার এসোসিয়েটেড ফ্যাক্টরস এমাং ড্রাগ ইউজারস ইন বাংলাদেশ" নামে এক গবেষণা সংঘটিত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মাঝে এ ধরনের গবেষণা একেবারেই নতুন ও বিশেষ এক পদক্ষেপ।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রতিনিধিকে ১৭-১৯ জুন মালয়শিয়ার মালাক্কা শহরে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল রিকোভারী কনফারেন্সে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাংলাদেশসহ ১৫টি দেশ উক্ত কনফারেন্সে অংশ নেয়। ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিধি হিসেবে টেকনিকাল অফিসার ডাঃ তাসনুভা হুমায়রা প্রতিবেদন উপস্থাপনা করেন। বাংলাদেশ দলে আরও ছিলেন ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের মানবসম্পদ কর্মকর্তা সাম্মিয়া সাকিন।

ব্যাংককে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ডাম স্বাস্থ্য সেক্টর প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স আয়োজিত "টেক এ পার্ট" কর্মশালাতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাটি ২৪ থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে ৬ জন প্রতিনিধি এই কর্মশালায় অংশ নেয়।

কর্মশালায় অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে ডাম সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপনে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি

"সুস্বাস্থ্যেই সুবিচার মাদক মুক্তির অঙ্গীকার" এই শ্লোগানে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করে। এই কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য সেক্টরের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। এর মাঝে ছিল-

আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবসে মানববন্ধন

কারাগারে সচেতনামূলক সভা অনুষ্ঠিত

ডাম আইআরএসওপি প্রকল্পের উদ্যোগে ২৯ জুন কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগারে এবং ৩০ জুন কাশিমপুর কেন্দ্রীয়-১ ও ২ এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সচেতনামূলক সভা ও লিফলেট বিতরন কার্যক্রম অয়োজন করা হয়। উক্ত দুইটি আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট কারাগার সমূহের সিনিয়র জেল সুপার, জেলার, ডেপুটি জেলার, সুবেদারসহ আইআরএসওপি প্রকল্পের আরএসকাম কাউন্সেলরগণ। দিবসটির তাৎপর্য বর্ণনা করে বক্তারা বলেন- বাংলাদেশে ও বর্তমানে মাদকের ভয়াবহতায় তরুণ সমাজ সহ সব শ্রেণী পেশার মানুষ আজ মাদকের করাল গ্রাসে বন্দি হয়ে যাচ্ছে। বক্তারা মাদক নেয়া ও ব্যবসা থেকে দূরে থাকতে বন্দীদের অনুরোধ করেন। বক্তারা এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সাতক্ষীরায় মাদকবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন

উক্ত দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সাতক্ষীরায় র‍্যালী, আলোচনা সভা ও মানববন্ধন আয়োজন করা

সাতক্ষীরায় মাদকবিরোধী র‍্যালী

হয়। উক্ত প্রোগ্রামে আয়োজন করে সাতক্ষীরা পেপসেপ প্রকল্পের কর্মীগণ।

গাজীপুর কেন্দ্রঃ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস- ২৬ জুন, ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের রিকোভারী ক্লায়েন্ট ও সেন্টারের স্টাফগণ গাজীপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস কর্তৃক আয়োজিত মানববন্ধন, র‍্যালী ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে। আলোচনা সভায় রিকোভারী শেয়ারিং পর্বে গাজীপুর কেন্দ্রের একজন রিকোভারী তার মাদকমুক্ত জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। এছাড়াও কেন্দ্রে থেকে ইন হাউজে উক্ত দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশেষ সেশনসহ বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়।

যশোর কেন্দ্রঃ যশোর কেন্দ্র থেকে আয়োজিত মাদকবিরোধী বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয় যার মাঝে ছিলো-

র‍্যালিতে যশোর কেন্দ্রের অংশগ্রহণকারীগণ

মাদকবিরোধী শিক্ষামূলক উপকরণ প্রচারণা

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৫ জুন যশোর শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাদক বিরোধী তথ্য সম্বলিত বিভিন্ন লিফলেট স্টীকার বিতরণ এবং সাইনবোর্ড টানানো হয়।

জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আয়োজিত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ

২৬ জুন যশোর জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যশোরের আয়োজনে সকালে যশোর জেলা অফিস প্রাঙ্গনে মানব বন্ধন, র‍্যালি করা হয়।

ঢাকা নারী কেন্দ্রঃ আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়।

এর মাঝে ছিলো কর্মসূচির মধ্যে ছিল ২৫ জুন মাদকবিরোধী র‍্যালী, ২৭ জুন মাদকবিরোধী সেমিনার, ২৯ জুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সেমিনার ও ২৬ জুন ২০১৯ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কতৃক আয়োজিত জাতীয় প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ। এবং ইনহাউজে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি।

নারী কেন্দ্র আয়োজিত মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীগণ

মাদকাসক্তের চিকিৎসা বিষয়ক সচেতনতামূলক নাটক। প্রতিটি প্রোগ্রামে কেন্দ্রের সকল রোগী, স্টাফ এবং রিকোভারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

যশোরে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সেমিনার

ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজে ২৭ জুন মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সেমিনার' অনুষ্ঠিত হয়েছে। আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরের সহযোগিতায় ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর জেলা পুলিশ ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় যশোরের যৌথ আয়োজনে সেমিনারটি আয়োজন করা হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কলেজের উপাধ্যক্ষ মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম। সেমিনারে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ ১৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

আমিক সেন্টার যশোরের ৯ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

২৯ জুন আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০১৯ ও যশোর কেন্দ্রের ৯ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা প্রাপ্ত ২০ জন রিকোভারী ও ৩০ জন রোগীর পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। যশোর কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মো. আমিরুজ্জামান লিটন তার আলোচনায় ২৬ জুন ও ৯ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কাটছে সকলে

যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে স্কুলে মাদকবিরোধী কার্যক্রম

৬ ও ৩০ এপ্রিল আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুর্নবাসন কেন্দ্র যশোরের উদ্যোগে কর্তৃক নড়াইল জেলার লোহাগড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়এবং ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর রঘুনন্দনপুর মহিম ইনস্টিটিউশন বিদ্যালয়ে এক মাদক বিরোধী আলোচনা সভা ও মাদক বিরোধী লিফলেট ও স্টীকার বিতরণ করা হয়।

নড়াইল জেলার লোহাগড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ

বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদক প্রতিরোধে যুব সমাজের ভূমিকা বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

গ্রীন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ঃ আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে গ্রীন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে ৯ এপ্রিল "মাদক প্রতিরোধে যুব সমাজের ভূমিকা" শীর্ষক সচেতনতামূলক সেমিনার গ্রীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রীন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব সিরাজুম মনিরা। সেমিনারে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের ১৫০ জন শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য প্রদান করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (দক্ষিণ) রাজীব মিনা। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় মাদকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে সচিত্র তথ্য উপস্থাপন করেন, আইআরএসওপি প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. আমির হোসেন।

গ্রীণ ইউনিভার্সিটিতে মাদক বিরোধী অনুষ্ঠান

বাকী অংশ ১২তম পৃষ্ঠায় দেখুন...

১১তম পৃষ্ঠার পর: বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদক প্রতিরোধে যুব সমাজের ভূমিকা....

পরবর্তীতে মুক্ত আলোচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন অনুষ্ঠানের অতিথিগন। মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সেমিনার যৌথভাবে আয়োজন করে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গ্রীন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে এবং মাদক বিরোধী সংগঠন চেতনা। পরিশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি গ্রীন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিচালক সিরাজুম মনিরার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়।

অতিশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

"মাদক প্রতিরোধে যুব সমাজের ভুমিকা" শীর্ষক সচেতনতামূলক সেমিনার আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ও অতিশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে ২৯ জুন তারিখে অতিশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন অতিশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সেকুল ইসলাম। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ,মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক (ঢাকা মেট্রো-উত্তর) মুহাম্মদ খুরশীদ আলম এবং অতিশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. রফিক উদ্দিন আহমদ। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় মাদকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে সচিত্র তথ্য উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আইআরএসওপি প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. আমির হোসেন। সেমিনারের সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন মাদক বিরোধী সমাজ গঠনে যুব সমাজের পাশাপাশি দেশের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সকলের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির হাতে তামাক বিরোধী সাইনেজ তুলে দিচ্ছেন ডাম স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালক

সেমিনারে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের ২০০ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সভাপতির হাতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ইকবাল মাসুদ তার লেখা বই "মাদক নির্ভরশীলতার জানা অজানা" এবং তামাক বিরোধী সাইনেজ তুলে দেন। পরবর্তীতে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও অতিথিগণ।

উল্লেখ্য মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় এই সেমিনারটি আয়োজন করা হয়। এছাড়াও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী বিভিন্ন শিক্ষামূলক উপকরণ নিয়ে সচেতনতামূলক একটি তথ্য বুথ স্থাপন করা হয়।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে পারিবারিক সভা

মাদকনির্ভরশীলদের চিকিৎসা কার্যক্রমে পরিবারের সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিবারের সদস্যদের জন্য মাদকাসক্তি চিকিৎসা বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয়। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় জানুয়ারি থেকে মার্চ সময়ে তিনটি চিকিৎসা কেন্দ্রে পারিবারিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাজীপুর কেন্দ্র ঃ

১২ এপ্রিল ও ২১ জুন আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুর্নবাসন কেন্দ্র, গাজীপুরে মাদকাসক্তির প্রভাব ও পরিবারের করণীয় বিষয়ে চিকিৎসারত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভা দুইটিতে ৬০টি পরিবারের মোট ১৮২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র,গাজীপুরের সেন্টার ম্যানেজার আব্দুল জলিল-এর সঞ্চালনায় এ সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন, কেন্দ্রের সিনিয়র কাউন্সেলর মাহমুদুল হাসান কবির। এছাড়া পারিবারিক সভায় অংশ গ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। এরপর গাজীপুর কেন্দ্রের একজন রিকভোরি তার সুস্থ্যতার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

যশোর কেন্দ্র ঃ

১৮ই মে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

যশোর কেন্দ্রের পারিবারিক সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন
কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোঃ আমিরুজ্জামান লিটন

বাকী অংশ ১৩তম পৃষ্ঠায় দেখুন...

১১তম পৃষ্ঠার পর: মাদকসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে পারিবারিকসভা....

যশোরে চিকিৎসারত মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের অংশ গ্রহণে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল মাদকাসক্তি চিকিৎসা পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো, যাতে পরিবারের সদস্যরা মাদকাসক্ত ব্যক্তির মাদক মুক্ত জীবনের অগ্রযাত্রায়, পাশে থেকে যথার্থ সহায়তা প্রদান করতে পারে।

সভায় ৪২ থেকে ৪৫ জন সদস্য স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করে সভা সফল করতে সহায়তা করেন।

ঢাকা নারী কেন্দ্র ঃ

১৬ মে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। এবারের সভার আলোচ্য বিষয় ছিলো "রিকোভারী মূলধন"। সভার শুরুতে সভার উদ্দেশ্যে নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার, উম্মে জান্নাত।

পরবর্তীতে নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর ফাইরুজ জিহান "মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসায় রিকোভারী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপনা করেন। সভায় বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য প্রদান করেন মনোচিকিৎসক ডাঃ আক্তারুজ্জামান সেলিম। সভায় মুক্ত আলোচনা পর্বে অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বিশেষজ্ঞ আলোচক ও নারী কেন্দ্রের স্টাফগন। সভাটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের ট্রেনিং রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং

আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং এর আয়োজন করা হয়। এই প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৩ ই এপ্রিল যশোর কেন্দ্রে পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং এর আয়োজন করা হয়। এই আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং এর আয়োজন করা হয়। এই প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৩ এপ্রিল যশোর কেন্দ্রে পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং এর আয়োজন করা হয়।এই কাউন্সেলিং প্রোগ্রামে ১৩ টি পরিবারের সদস্যগন উপস্থিত ছিলেন। যশোর কেন্দ্রের কাউন্সেলর মো. আবু হাসান মন্ডল গ্রুপ কাউন্সেলিং পরিচালনা করেন।

২৪ মে, গাজীপুর কেন্দ্রে এর ফ্যামিলি মিটিং রুমে ফ্যামিলি গ্রুপ কাউন্সেলিং আয়োজন করা হয়। ফ্যামিলি গ্রুপ কাউন্সেলিং এ অভিভাবকদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করেন কেন্দ্রের সিনিয়র কাউন্সেলর মাহমুদুল হাসান কবির। উক্ত ফ্যামিলি গ্রুপ কাউন্সেলিং প্রায় ১৬ জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

একইভাবে ১৩ জুলাই ঢাকা নারী কেন্দ্রে পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং এর আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের কাউন্সেলর ফাইরুজ জিহান এবং ফারজানা আক্তার সুইটি গ্রুপ কাউন্সেলিং পরিচালনা করেন। উক্ত কাউন্সেলিং প্রোগ্রামে ৮ জন চিকিৎসারত রোগীর পরিবারের সদস্যগন উপস্থিত ছিলেন। এ কাউন্সেলিং প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল মাদকাসক্তি চিকিৎসা সম্পর্কে অভিভাবকদের শেয়ারিং শোনা ও মনোসামাজিক শিক্ষা প্রদান।

মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবা প্রদানকারিদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত

প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীগণ

মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সেবায় নিয়োজিত ডাক্তার, কাউন্সেলর, ম্যানেজার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবীদের জন্য 'কমন কো-অকারিং মেন্টাল এন্ড মেডিকেল ডিজঅর্ডার-এন অভারভিউ ফর এডিকশন প্রফেশনালস" এবং "ক্রাইসিস ইন্টারভেনশন" ইউনিভার্সাল ট্রিটমেন্ট কারিকুলাম এর ওপর পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণটি ২৩ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রশিক্ষণ কক্ষে পরিচালিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেন্টশিয়ালিং এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-ট্রেনিং এন্ড ক্রেডেন্টশিয়ালিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের

বাকী অংশ ১৪তম পৃষ্ঠায় দেখুন...

১৩তম পৃষ্ঠার পর: মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবা....

চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডিকশন প্রফেশনাল (আইক্যাপ-১) এবং ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট মো. আমির হোসেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, কলম্বো প্লানের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেন্টশিয়ালিং এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই) কর্তৃক বাংলাদেশে এপ্রুভড এডুকেশন প্রভাইডার হিসেবে স্বীকৃতি পায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

'নারী মাদক নির্ভরশীলদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক সেমিনার

সেমিনারের বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যাপক ডা. মোঃ মোহিত কামাল

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৭ জুন প্রধান কার্যালয়ে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে 'নারী মাদক নির্ভরশীলদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডাম নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর ফাইরোজ জীহান।

মূল প্রবন্ধে ফাইরোজ জীহান বলেন, একটি গবেষণায় দেখা গেছে পুরুষরা নারীদের তুলনায় আগে মাদক গ্রহণ শুরু করে। কিন্তু নারীরা যখন মাদক গ্রহণ শুরু করে তখন তারা পুরুষের তুলনায় অধিক দ্রুত মাদকাসক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। তিনি আরো জানান, আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্ত ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের একটি জরিপে পাওয়া গেছে বর্তমানে ৩৩১ জন নারী রোগীর মাঝে শতকরা ১৪৭ জন নারী দীর্ঘদিনের মাদক নির্ভরশীলতার কারণে মানসিক রোগে আক্রান্ত এবং শতকরা ৮৭ জন নারী মানসিক রোগের কারণে মাদক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. মোহিত কামাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (ঢাকা মেট্রো উত্তর) মুহাম্মদ খুরশিদ আলম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডা. নাহিদ মাহজাবীন মোর্শেদ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. সুলতানা আলগীন। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। সেমিনারে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

মাদক পুন:নির্ভরশীলতার কারণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ

মাদক নির্ভরশীলদের মাঝে পুনরায় মাদক নির্ভরশীলতার জন্য দায়ী পারিবারিক অস্থিতিশীলতা (২৯.৫%), বন্ধুদের প্ররোচনা (২৭.৪%) এবং বিষণ্নতা (২৪.৮%)। ৬ মে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ তথ্য উঠে আসে।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, ৬২.৭% পুন: নির্ভরশীল মাদক গ্রহণকারীরা ১৮ বছর বা আরোও ছোট বয়স থেকে মাদক ব্যবহার শুরু করে; ৭০% রোগীর মাদক ব্যবহারের জন্য অর্থের উৎস তাদের অভিভাবক এবং নিজস্ব কৌতূহল থেকে মাদক গ্রহণ করেন ৭০.৬%। মাদক নির্ভরশীলতা থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর পুনরায় মাদকাসক্ত

বাকী অংশ ১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

১৪তম পৃষ্ঠার পর: মাদক পুন:নির্ভরশীলতার কারণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা ....

ব্যক্তিদের ৫২.১ শতাংশ কারাবন্দী হন। এদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ একবার, ৪১.৯ শতাংশ দুই-পাঁচবার এবং ১৫.১ শতাংশ পাঁচবারের বেশি আইনগত কারণে গ্রেপ্তার হন। ৬২.৭ শতাংশ পুন: মাদকাসক্ত ১৮ বছরের কম বয়সে মাদক ব্যবহার শুরু করে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে আরো জানান, ৯০.৬ শতাংশ ব্যক্তি মাদক ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করেন, ৮২ শতাংশ মাদক গলঃধকরণ করেন, ২৬.২ শতাংশ শ্বাসের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ৯৮.৯ শতাংশ এই পরিসংখ্যানের জন্য তথ্য সংগ্রহের আগে মাদকনির্ভরশীলতার জন্য আবাসিক চিকিৎসা গ্রহণ করেন, যেখানে ৬৫.৮ শতাংশ নির্বিষকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৩১-৯০ দিনব্যাপী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ৪২.৪ শতাংশ কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করেন ও ৪২ শতাংশ চিকিৎসা কার্যক্রম শেষ হবার পর কেন্দ্রের ফলোআপ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মানসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা: অরূপ রতন চৌধুরী। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনির্ভাসিটির পাবলিক হেলথ বিভাগের সিনিয়র লেকচারার ডা. হায়াতুন নবী এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট এবং হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদক পুন:নির্ভরশীলতার ওপর একটি ক্রস সেকশনাল বর্ণনামূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৭৭টি মাদক চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যে দেশের মোট ১৩৮টি কেন্দ্রে চিকিৎসারত ৯১১ জন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি, যারা আগে অন্ততপক্ষে একবার মাদক ব্যবহারজনিত কারণে চিকিৎসা নেয়ার পর আবার পুনরাসক্ত হয়ে পড়েছেন, এবং যাদের কোন মারাত্মক মানসিক বা শারীরিক রোগ নেই তাদের উপর এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর স্বাস্থ্য সেক্টরের বাংলা বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠান

"আজি এ প্রভাতে কি জানি কেন রে জাগিয়া উঠিছে প্রাণ" এই শ্লোগানে ২ই বৈশাখে বাংলা নতুন বর্ষ ১৪২৬ সালকে বরণ করে নিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজন করেছিল দিনব্যাপী বর্ণিল উৎসব। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মিলনায়তনে এই বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সকালে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান, স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, এবং অন্যান্য অতিথিগণ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে ছিল- গান, নাটক, কৌতুক, কবিতা ও আবৃতি। অতিথিদের আপ্যায়নে ছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মিষ্টি, দেশীয় ফল ও পিঠাসহ বিভিন্ন দেশীয় খাবারের আয়োজন। বর্ষবরণ আয়োজনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন সেক্টর প্রধান ও বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকসহ আমিকের সব প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ ও শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করছেন ডান সভাপতি কাজী রফিকুল আলম

'হেনা আহমেদ শান্তি নিবাস' প্রবীণদের জন্য ডাম স্বাস্থ্য সেন্টরের নতুন উদ্যোগ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেন্টরের নতুন উদ্যোগ মুন্সিগঞ্জে ২২ জুন থেকে হেনা আহমেদ শান্তি নিবাস (প্রবীণ নিবাস)-এর যাত্রা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের যেকোন ৬০ বছর এবং তদুর্দ্ধ বয়সের প্রবীণ জনগোষ্ঠী এখানে আবাসনের জন্য ভর্তি হতে পারবেন। যাতে তারা আন্তরিক যত্ন, যথাযথ সন্মান ও আনন্দের সাথে বসবাস করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবাসহ আনুষঙ্গিক উন্নত সেবা পেতে পারে সেজন্য মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার হাঁসাড়া ইউনিয়নের আলমপুর গ্রামের মনোরম ও নির্মল পরিবেশে প্রবীণদের আবাসিক থাকার জন্য হেনা আহমেদ শান্তি নিবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

হেনা আহমেদ শান্তি নিবাস উদ্বোধন করছেন হেনা আহমেদ

রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের চিত্র সংক্রান্ত জরীপ প্রতিবেদন প্রকাশ

সেমিনারে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন ডাম স্বাস্থ্য সেন্টর পরিচালক ইকবাল মাসুদ

১৩ এপ্রিল বাংলাদেশের রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের চিত্র সংক্রান্ত জরীপের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেন্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এ সময় তিনি বলেন ৭.৫ শতাংশ রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে ধারণা থাকা সত্ত্বেও ধূমপানের সুবিধা দেয়া হয়। এ ছাড়াও ৮২.৯ শতাংশ রেস্তোরাঁর মালিক জানেন যে রেস্তোরাঁসমূহকে পাবলিক প্লেস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলার জন্য কয়েকটি সুপারিশের কথা তুলে ধরে ইকবাল মাসুদ বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যালয়ে অধিক সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস। উল্লেখ্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেন্টরের তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় রেস্তোরাঁসমূহে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের অনুসরণ করার মানদন্ড দেখার জন্য দেশব্যাপী পরিচালিত হয় এই জরিপ কার্যক্রম। দেশের ৮টি বিভাগের ১৬ জেলার ৩৭২ জন রেস্তোরাঁ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এই কার্যক্রমে।

আমিক, বাড়ি-১৫২/ক, ব্লক-ক, সড়ক- ৬, পিসিকালচার হাউজিং, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড-১৪
আশুলিয়া মডেল টাউন, খাগান বিরুলিয়া সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৮২৬১৮৬৬১, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, web: www.amic.org.bd